খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 40 ❑ 18 Dec., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

খসড়া তালিকা ঘিরে আতঙ্কে মতুয়ারা

সংবাদদাতা ঃ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে, মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ মহকুমায় প্রায় ৮৬ হাজার লোকের নাম পুরোপুরি বাদ চলে গিয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই মতুয়া উদ্বাস্তু মানুষেরা রয়েছেন। আর এখানেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে আর এখানেই আতঙ্ক বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে। কারণ, ২০১৯ সাল থেকে লোকসভা এবং বিধানসভার যে কোন ভোটেই মতুয়া উদ্বাস্তু মানুষেরা বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপির পক্ষ থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, আমরা প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, এস আই আর এর মাধ্যমে মতুয়া উদ্বাস্তু মানুষদের বিতাড়িত করার চক্রান্ত করছে বিজেপি। সেটা এবার প্রমাণিত হলো। বনগাঁ মহকুমায় চারটি বিধানসভা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা ও বাগদা। এখানে খসড়া তালিকায় দেখা যাচ্ছে, চারটি বিধানসভা মিলিয়ে ৮৬ হাজার ১৭৫ জনের নাম বাদ গিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার,অন্যান্য ভোটার ও অস্তিত্বহীন ভোটার। বনগাঁ মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাদ গিয়েছে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রে থেকে। এখানে বাদ দিয়েছে ২৬ হাজারের বেশি মানুষের নাম। এরপরেই রয়েছে বাগদা কেন্দ্র, এখানে বাদ গিয়েছে ২৪ হাজার ৯২৭ জনের নাম। এছাড়া গাইঘাটা থেকে ১৬ হাজার ৬৪২ এবং বনগাঁ দক্ষিণ থেকে ১৮ হাজার ৫৬৩ জনার নাম বাদ গিয়েছে।

মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে এসেছিলেন বংশীবাদন বিশ্বাস নামে এক মতুয়া ভক্ত। তার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তিনি বলেন, এখন কী করবো বুঝতে পারছিনা। সিএএতে আবেদন করেছি, নাগরিকত্ব না পেলে হয়তো ডিটেনশন ক্যামেই আমার স্থায়ী ঠিকানা হবে। বাগদার রনঘাট এলাকার বাসিন্দা রমেন মন্ডল বলেন ২০০২ সালের পর আমি ওপার বাংলা থেকে এসেছিলাম। আমার নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। আবার কি আমাদের উদ্বাস্তু হতে হবে? বাগদার রানিহাটি গ্রামের চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ থেকে এখানে এসেছি। ছেলে মেয়ে বউ সকলে মিলে এখানেই রয়েছি। আমাদের নাম শুনেছি খসড়া তালিকায় নেই। সিএএ তে ফরম ফিলাপ করেছি। যদি নাগরিকত্ব না পাই, তাহলে পরিবার নিয়ে কোথায় যাব জানিনা। কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন নিঃশর্ত নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করেন। সকল উদ্বাস্তু যেন ভারতের নাগরিকত্ব পায়।

মতুয়া ঠাকুর বাড়ি গাইঘাটা বিধানসভার মধ্যে; আর সেই কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক ঠাকুরবাড়ির ছেলে সুব্রত ঠাকুর। পার্সেন্টেজের নিরিখে সেখান থেকে প্রায় ১৪ শতাংশ নাম বাদ গিয়েছে।

এ বিষয়ে সুব্রত ঠাকুরের কোন

তৃতীয় পাতায়...

ঝাণ্ডায় তেল মাখানোর নিদান দিলেন সেলিম

মতুয়া ভোটের লোভে সিপিএমের নেতা নেত্রীরা ঠাকুরবাড়িতে

সংবাদদাতা ঃ বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই মতুয়া ভোটের লোভে সিপিএম নেতা-নেত্রীদের মতুয়াপ্রীতি জেগে উঠছে। মঙ্গলবার সিপিএমের বাংলা বাঁচাও কর্মসূচিতে যোগ দিতে বনগাঁ গাইঘাটা এলাকায়

এসেছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী, সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং দিপ্সিতা ধর। এদিন দুপুরে গাইঘাটা থানার মোড়ে সিপিএম সভা করে। সেখানে কিছু মতুয়াদের ডেকে এনে ডাংকা বাজানো হয়। সেখান থেকে সুজন বাবু ও মীনাক্ষী যান ঠাকুরবাড়িতে। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম জানান।

এরপর সিপিএম নেতা-নেত্রীরা চলে আসেন বনগাঁ শহরে। বনগাঁ ১নম্বর গেটে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মূর্তিতে মালা দেন মোহাম্মদ সেলিম। সেখান থেকে মিছিল করে তারা আসেন বাটামোড় এলাকায়। এই মিছিলেও আগে থেকে মতুয়াদের ডংকা কাশি নিয়ে হাজির করা হয়েছিল। যা নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ও বিজেপি।

ঠাকুর বাড়িতে দাঁড়িয়ে সুজন বাবু বলেন, তৃণমূল মতুয়াদের দখলদারি নিতে চেয়েছিল। বিজেপি সেই দখলদারিতে ভাগ বসানোর চেষ্টা করে। আমরা সেই দখলদারি ভেঙে দেবো। মানুষ যাকে খুশি ভোট দিক, নিজের মত দিক। মোহাম্মদ সেলিম বলেন, মতুয়ারা বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গ। তৃণমূল ও বিজেপি মতুয়া ঠাকুরবাড়িকে ভাগ করেছে। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের ভাগ করেছে। আমরা ক্ষমতায় যখন ছিলাম তখন এই ভাগাভাগি ছিল না।

সিপিএমের এই হঠাৎ করে মতুয়া প্রীতি দেখে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন বহু বাসিন্দা। অনেককেই বলতে শোনা গিয়েছে, সিপিএমও শেষ পর্যন্ত মতুয়া-পাখি হয়ে গেল। সিপিএমের এই মতুয়াপ্রীতির কড়া সমালোচনা করেছেন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, সিপিএম নেতা-

তৃতীয় পাতায়...

ঠাকুরনগর গ্রন্থ মেলায়ে আইনি সচেতনতা সভা, আইনজীবী ও বিচারক মণ্ডলীর

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও ঠাকুরনগর বই মেলায় বনগ্রাম মহকুমা আদালতের বিচারক ও আইনজীবী আইনি সচেতনতা সভায় অংশ গ্রহন করেন। গত ১৮ ডিসেম্বর গ্রন্থ মেলার সপ্তম দিনের অপরাহ্নে উপস্থিত বিচারপতি ও আইনজীবীগণ মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরপত্তায় আত্মচেতনা এবং প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা শীর্ষক আলোচনায়

অংশ নেন উপস্থিত আইন বিশেষজ্ঞগণ। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডলের গাওয়া সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার শুরু হয়।

প্রবীণ আইনজীবী শ্রীকৃষ্ণ ঘোষের পৌরোহিত্যে এদিনের অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেলা কমিটির প্রধানপৃষ্ঠপোষক প্রাক্তণ সাংসদ ড. অসীম বালা, বনগ্রাম মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা ও সিভিল জজ কল্লোল কুমার দাস, সিভিল জজ আবুল হাসান জমাদার, ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট আইনজীবী প্রসূন কুমার দত্ত, প্যানেল জজ অ্যাভোকেট মানবেন্দ্র ভৌমিক, আইনজীবী শ্যামল বিশ্বাস, তরুণ ব্যানার্জী, দীপক সরকার, দেবদাস অধিকারী প্রমুখ।

মেলা কমিটির সভাপতি কালিদাস বণিক ও সম্পাদক বিদ্যুৎ কান্তি মণ্ডল সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকলকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট বিচারপতি ও আইনজীবীগণ আলোচনায় অংশ নিয়ে নারী সুরক্ষা ও নিরাপত্তার

তৃতীয় পাতায়...

কৌশলী ছিনতাই গ্যাঙের ৪ মহিলা ধৃত

সংবাদদাতা ঃ যেকোনো মেলা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভিড়ে মিশে গিয়ে মহিলাদের গলায় সোনার চেন ও কানের দুল খুলে নিয়ে চম্পট দেয় এই মহিলা গ্যাং। বনগাঁ থানার কালিতলা পার্কিং এ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে মহিলাদের গলা থেকে সোনার চেন খুলে পালানোর আগেই বনগাঁ থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ল ব্যান্ডেলের চার মহিলা। উদ্ধার হয় চারটি সোনার চেন। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম মালাম্মা মদলিয়ার,লীলা মদলিয়ার, পদ্মনি মদলিয়ার, কালিআম্মা মদলিয়ার। ধৃতরা হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের বাসিন্দা। ধৃতদের সোমবার সকালে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা যায়, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলায় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে মহিলাদের গলা থেকে সোনার চেন ও কানের দুল খুলে নিয়ে চম্পট দিত এই মহিলারা। রবিবার বনগাঁ কালীতলা পার্কিং এলাকায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। সেই ভিড়ে মিশে গিয়ে সোনার চেন খুলে নিয়ে পালানোর আগেই চার মহিলাকে হাতেনাতে পাকড়াও করে বনগাঁ থানার পুলিশ।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৪০ ❐ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

বিসর্জিত নীতিবোধ

মানুষ যাবে কোথায়! কাকে বিশ্বাস করবে! বিশ্বাস তো কখনো কাউকে করতেই হবে, নইলে বেঁচে থাকার মানে কী! সমাজ বদলায়। বদলায় মানুষ। পরিবর্তন হয় সমাজ-মানসিকতার। আজ একদিকে কিছু মানুষের বিপুল ঐশ্বর্য বিলাস, অন্যদিকে অসংখ্য মানুষের দারিদ্র, বঞ্চনা ও শোষণের জ্বালা। একদিকে সভ্যতার উজ্জ্বল চিত্র, অন্যদিকে দূর বিস্তৃত জমাট অন্ধকার। আজও মানুষের প্রতিকার হীন বিচারের বাণী, নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আজ ধর্মে ধর্মে বিভেদের প্রাচীর। সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিঃশ্বাসে, জাত-পাতের বজ্জাতি, যুদ্ধের মহড়া, অশুভ বুদ্ধিরই আজ আধিক্য। এইরকম ডামাডোলে সমাজের কোণায় কোণায় ছেয়ে গেছে দুর্নীতি।

দুর্নীতির সমাজ বললে অত্যুক্তি হয় না। আর বলব নাই বা কেন! শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, প্রাণীতে দুর্নীতি, কয়লায় দুর্নীতি, রেশনের দুর্নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে দুর্নীতি, আর কত বলব! এরপর ভেজাল আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বললে তো সামান্য এইটুকু অংশে ফুরোবে না। এরকম অন্ধকার সময় সমাজে আগে ছিল না। কম্বলের লোম বাছলে যেমন কম্বলের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনই সমস্ত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের মহলকে যদি ধরা হয় তাহলে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। তবুও বলব মানুষ আজ জীবনে বিশ্বাস হারায়নি, এখনও বিশ্বাস করে হিংসায় উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকে প্রেমের দেবতার অভিষেক হবে। মনুষ্যত্বের মহিমাকে হারালে তার যে আর কিছুই থাকেনা। তাই এখন মানুষকে প্রকৃত সৎ হতে হবে, দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে। আপামর মানুষ তাকিয়ে থাকে প্রতিনিধিত্বকারী মানুষের দিকে, তাই যতদিন না পর্যন্ত নির্লোভ ও সৎ মানসিকতায় কেউ না ফিরছেন, ততদিন দুর্নীতি সমাজ থেকে মুছবে না। মনে রাখা উচিত, দেশবাসী নির্বাচিত করে আপনাদের পাঠিয়েছেন, তাই মানুষের প্রতি একটু দয়াশীল হোন, নইলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

ব্যাক-ওয়াটার রাজ্য কেরালা

[ভ্রমণকাল ১৩/১২/২০১৬ থেকে ২৬/১২/২০১৬]

অজয় মজুমদার

২২শে ডিসেম্বর ২০১৬ — ভোর বেলায় উঠে আর একবার কোভালাম সী বিচে গেলাম। এটি কেরালার একটি বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত। এই সৈকতের বিশেষ আকর্ষণ গুলি হল— তিনটি বিখ্যাত সৈকত রয়েছে। লাইট হাউজ বিচ, সমুদ্র বিচ এবং হবার বিচ।

কোভালামে বিভিন্ন ধরনের আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য রিসোর্ট এবং যোগ কেন্দ্র রয়েছে।

এখানে স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে।

ক্যাটামারান রাইড এবং স্থানীয় খাবার উপভোগ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

কোভালাম নীল পতাকা সমুদ্র সৈকতে প্রবেশের টিকিট মূল্য ১০ টাকা, তিন বছরের কম শিশুদের টিকিট লাগেনা। চেক ইন করার ঠিক আগে সমুদ্র সৈকতের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময়ে টিকিট দেওয়া হয়। কোভালাম সী বিচ ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় হল শীতকাল। এই ঋতুতে তাপমাত্রা ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। কোভালাম এর অপর নাম হল কোভেলং, ফরাসি ভাষায় ক্যাবেলন (কোভালাম)। কোভেলং ছিল একটি বন্দর শহর । ১৭২০ -এর দশকে কর্নাটকের নবাব সাদাত আলীর নামে সাদাত পট্টনাম নামেও পরিচিত ছিল। ১৭৪৬ সালে ফরাসিরা বন্দরটি দখল করে নেয় এবং ১৭৫২ সালে ব্রিটিশরা এটি ধ্বংস করে দেয়।

এই বিচে অনেক বিদেশী ও বিদেশিনী এসেছেন। বিচটি খুবই বড় এবং প্রাণবন্ত। বীচ থেকে ফিরে এসে চা এবং চাউমিন ব্রেকফাস্ট করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে এগারোটা নাগাদ লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। ১২টা নাগাদ আমরা কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আসার পথে নগর কোয়েল নামের একটি জায়গায় আমাদের বাস খালে পড়ে যাচ্ছিল। এই জায়গাটি কন্যাকুমারী থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সামান্যের জন্য আমরা বেঁচে গেলাম। বাস ছেড়ে দিল বিকাল পাঁচটা নাগাদ, আমরা সানরক হোটেলে(sun Rock) উঠলাম । ঠিকানা হল— ২-৭১, মিডল স্ট্রিট (Middle streat), কন্যাকুমারী-৬২৯৭০২। সন্ধ্যায় সমুদ্রের বিচে ঘুরলাম। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমাতে গেলাম। গত ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে কন্যাকুমারী এসেছিলাম। দক্ষিণ ভারতের মধ্যেই কন্যাকুমারীর বর্ণনা দেওয়া আছে। এখানে কিছু কিছু বর্ণনা দেব।

২৩শে ডিসেম্বর ২০১৬— ভোর বেলায় উঠে আমরা সূর্যোদয় দেখতে গেলাম ও মেঘলা আকাশ ছিল। প্রচুর মানুষ ভিড় করলেও কেউ দেখতে পায়নি। কন্যাকুমারীতে ১৬ টি সেরা পর্যটন স্থান রয়েছে। কন্যাকুমারী জেলার সদর নগর কোয়েল ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। কন্যাকুমারী ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি জেলা, একটি শহর এবং একটি পৌরসভা। বৈষ্ণব সাধক বা দিরাজাতীর্থ তাঁর তীর্থ প্রবন্ধে বলেছেন যে, কন্যাকুমারী হলেন দেবী লক্ষ্মী। যিনি শিবের ভক্ত রাক্ষস বানাসুরকে বধ করতে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। তিনি চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাদ্য কনা গুলিকে কন্যাকুমারীর রঙিন বালির উৎস বলে চিহ্নিত হয়। বানাসুরকে বধ করবার পর কুমারী পার্বতী। আদি রূপ ধারণ করেন এবং তার স্বামী শিবের সাথে পুনরায় মিলিত হন।

কন্যাকুমারীর বর্ণনা গত ফেব্রুয়ারি

চলবে...

বনচাঁড়ালের ডায়েরি

পর্ব : ১ ● কালুপুরের নীলকুঠি

গত সপ্তাহের পর...

আমাদের ভিটেবাড়ি হতে আকাশপথে সবচেয়ে নিকটতম নীলকুঠি এটি। মাত্র ২.৭৭ কিলোমিটার। বিস্ময়ে মন হারিয়ে যাচ্ছিল নীলকর সাহেবের কালে। কুঠিয়াল সাহেব, গোমস্তা, আদিবাসী কুলি, নীলচাষি আজ কোথায় তারা? কোথায় মরালী নদীর ঢেউ? কোথায় নীল বোঝাই মরালীর বজরা? আজ সবই গল্পকথা মনে হয়!

কুঠির ইটে শুধুই কি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে? আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই করুণ। অন্যান্য স্থানে দেখেছি কুঠির ইট চলে যায় ক্লাব ও বাড়ি নির্মাণে। সহজ কথায় ইতিহাসচিহ্ন লুট হয়! বর্তমানে কুঠির চিহ্নমাত্র নেই।

কুঠি তো নদী বা বাঁওড়ের পাশেই হয়ে থাকে। অন্তত বাংলায় তা-ই দেখা গেছে। কিন্তু এখানে তো মাঠ-সংলগ্ন পুকুর!

গবেষণা করে দেখলাম, এই পুকুরই সেকালের মরালী নদী, যার তীরে একদা দুটি রাজপ্রাসাদ গড়ে উঠেছিল। একটি শ্রীনগরে, অপরটি বৈরামপুরে। চাকদায় (চাকদহ বা চক্রদহ) ভাগীরথী-গঙ্গা হতে যার উৎপত্তি এবং মিশেছে এসে ইছামতীর পুরোনো খাত ডুমুরদহ বা ডুমোবাঁওড়ে।

অর্থাৎ কালুপুরের উঁচু চাষমাঠে উনবিংশ শতকে নীলের ব্যাপক চাষ হত। উঁচু বললাম, কারণ ওই আলসের বিল যার অর্ধেকই কালুপুর মৌজার অন্তর্গত যা সেকালে ছিল জলমগ্ন। জলমগ্ন ছিল আরও কিছু অঞ্চল, যা আজ জেগেছে। সেইসব চাষমাঠের অধিকাংশই আজ বসতি হয়ে গেছে।

খুব জানতে ইচ্ছে করে কত সালে এখানে নীলকুঠি নির্মিত হয়েছিল? কত সালেই-বা ধ্বংস হয়ে গেল সব? সেকালের বড় বড় বজরা-নৌকো চলাচলকারী মরালীও হারাতে শুরু করল কবে? কুঠির মাঠ কোনও উত্তর দেয় না আমায়!

চলবে...

খেলার ছলেই জলে ডুবে মৃত্যু দেড় বছরের শিশুর

সংবাদদাতা ঃ খেলার ছলেই যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি অপেক্ষা করছিল, তা হয়তো কেউ ভাবতেও পারেননি। গোপলনগর থানার চারবাগী আদিবাসী পাড়ায় জলে ডুবে মৃত্যু হল দেড় বছরের এক শিশুর। মৃত শিশুর নাম সঞ্জু সরদার।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার শিশুটির মা দিদার কাছে সঞ্জুকে রেখে ব্যাংকের কাজে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় এলাকায় আরও দু'তিনজন শিশুর সঙ্গে খেলতে বেরোয় দেড় বছরের সঞ্জু। পরিবারের দাবি, শিশুটি এখনও ঠিকভাবে হাঁটা চলা শেখেনি। জলাশয় এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত পড়ে যায় সঞ্জু। সঙ্গে থাকা অন্য শিশুরা বিষয়টি বুঝতে পেরে চিৎকার করে স্থানীয়দের খবর দেয়। কিন্তু ততক্ষণে জলে তলিয়ে গিয়েছে শিশুটি। তড়িঘড়ি শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। পরে জল থেকে উদ্ধার করা হয় সঞ্জুর নিথর দেহ।

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে কফি খেয়ে প্রাতঃকৃত সেরে নিয়ে টুপি, হাফকোট এসব পরে রেডি হয়ে বসে থাকলাম। সকাল ছ'টার আগে আলো ফুঁটল না। ছ'টার সময় নেমে আসলাম। হাঁটার সময় মনে হল, আমি কোনও বেকারির মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বেকারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পাউরুটি ছেঁকার গন্ধটা আমাকে মাতিয়ে তুলতো। বুঝতে পারলাম ফ্ল্যাটগুলোর মধ্যে ব্রেড টোস্টারে পাউরুটি ছেঁকা হচ্ছে। এছাড়া অন্য গন্ধও পাচ্ছি। কোথাও কারি পাতার গন্ধ আবার কোথাও মেথি শাকের গন্ধ। বুঝলাম উত্তর, দক্ষিণ দুটোই মিলেমিশে একাকার। দিল্লিতে থাকার সময় উত্তর ভারতীয়দের যথেচ্ছ মেথি পাতার ব্যবহার দেখে বিস্মিত হতাম। দক্ষিণ ভারতে এসে কারি পাতার গন্ধ পাব— এ আর এমন কী! গন্ধটাই বলে দিচ্ছে এখানকার অধিবাসীদের ব্যস্ত দিনের শুরুর ব্যস্ততা।

মর্নিংওয়াক হয়ে গেলে আবাসনের মধ্যে যে পার্ক আছে সেখানে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিচ্ছি আর মোবাইলে রেডিও শুনছি। তখন দু'জন মানুষ আমার পাশে এসে বসলেন। ভদ্রলোক আমার থেকে এক-দু বছরের বড়ই হবেন। ছোটখাটো পরিষ্কার। ভদ্র মহিলাও যেন 'ম্যাচ ফর ইচ আদার।' ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় প্রথম কথা বললেন, " নমস্কার, আপনারা কালকে এসেছেন। দিব্যেন্দু আপনাদের কী হয়?" প্রথমে আমি খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ব্লুটুথ হেডফোনে মোবাইলটা বাজছিল। কোটের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে অফ করলাম প্রথমে। প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললাম, "দিব্যেন্দু আমার জামাই। আমার মেয়ে তনয়া। আপনাদের পরিচয়?"

হেসে বললেন, "ভাবছেন আমি বাঙালি, তাই না! আমি রাম সুব্রামানিয়াম, ইনি আমার স্ত্রী গিরিজা।" উনি না থেমে নাগাড়ে কথা বলতে লাগলেন, প্রশ্নও ওনার উত্তরও উনি দিচ্ছেন।" 'গিরিজা' মানে জানেন তো! দুর্গা... দুর্গা। আসলে আমরা তামিল ব্রাহ্মণ। বাবা তামিলনাড়ু থেকে কর্নাটকে এসে বসবাস শুরু করেন। আমি ব্যাংক - এ চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে যাই। ছেলে বেঙ্গালুরু থেকে চাকরি করতো। এখন ইউ কে। ছেলের ফ্লাটে আমরা চলে এসেছি। আপনারা এসেছেন ভালো হয়েছে। এখন থেকে এখানেই নিশ্চয়ই থাকবেন! আমি তনয়ার কাছে শুনেছি আপনারা ওখানে একা একাই থাকতেন। তা থাকবেন কেন? আমরা একই ফ্লোরে থাকি, ১০৮। একদিন আসবেন।" এ কথা বলেই, আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উঠে চলে গেলেন।

"Thank you God , for the world so sweet ;

Thank you God , for the food we eat ;

Thank you God , for the birds that sing ;

Thank you God , for everything."

পরদিন বিকেলে বিজন বাবু (বেয়াইমশাই)-এর সাথে হোসা লেক গেলাম। দূরত্ব এক কি.মি.। এস এন এন আবাসনের কাছেই হোসা লেক। হাঁটা পথ। হেঁটেই চললাম। এস এন এন আবাসন ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। উনি রাস্তার বিপরীত দিকে একটা ধাবায় নিয়ে ঢুকলেন। সাঁই বিষ্ণুলিলা ভেজ। ভিড় থিক থিক করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, " এখনে কেন আবার?" উনি বললেন," আমি আপনার মতো ব্লাক কফি খেতে পারিনা। একটা ফিল্টার কফি খাব। আপনার চলবে তো?" আমার ও ব্যাপারে অনিহা নেই। "অবশ্যই চলবে" বলে আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

বসার টেবিল ফাঁকা নেই। গাছের নিচে সিমেন্টের বেদিতে বসেই সুন্দর একটা কফি খেয়ে উঠে পড়লাম। ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল, কেম্ব্রিজ স্কুলের পাস দিয়ে এবার লেকের পথ ধরলাম। ২০০ মিটার যাওয়ার পর আর একটা বড়ো আবাসনের পাশে হোসা লেকের গেট পড়ল। বড়ো তারজালি দিয়ে ঘেরা লেক। মনটাকে আবিষ্ট করে দেওয়ার মতো দৃশ্য। পান্না রঙের সবুজ কাকচক্ষু জলের উপরের ঢেউ কিনারায় ছলাৎ ছলৎ শব্দ করে আছড়ে পড়ছে। জলের কাছাকাছি বড় বড় সাদা বক উড়ে বেড়াচ্ছে। লেকের মধ্যে মাটি আর পাথরে সৃষ্ট একটা ছোট দ্বীপ। সেখনে বেশ কিছু ছোটো বড়ো গাছ।

চলবে...

জেলায় লোক আদালতে ১ দিনে ১১ হাজার মামলার নিষ্পত্তি

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৩ ডিসেম্বর সারা দেশের সাথে এ রাজ্যেও লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ৪টি মহকুমা আদালতে এদিন লোক

আদালত বসে।

এদিন বনগাঁ, বারাসাত, বিধাননগর, বসিরহাট ও ব্যারাকপুর মহাকুমা আদালতে মোট এগারো হাজারেরও বেশি বকেয়া মামলার নিষ্পত্তি হয়। মামলাগুলো থেকে সর্বমোট প্রায় ২০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে বলে বারাসাত জেলা আদালতের অফিস মাষ্টার অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী জানান। জেলা আইনী পরিষেবা কমিটির চেয়ারম্যান ও জেলা জজ মিঃ শান্তনু ঝা ও সম্পাদক নূরজামান খান এদিন জেলা আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চের মামলাগুলো ঘুরে দেখেন। এদিনের লোক আদালতে উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

২৩তম বছরে গোবরডাঙ্গা বইমেলা ২৪শে

সংবাদদাতা ঃ ২৩ তম বর্ষের গোবরডাঙ্গা বইমেলা শুরু হতে চলেছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর। এদিন মধ্যাহ্নে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন করবেন বঙ্কিম ও আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক নলিনী বেরা।

গত ১৭ ডিসেম্বর গোবরডাঙ্গা পৌর উন্নয়ন সমিতির সভাপক্ষে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেলা কমিটির কার্যকারী সভাপতি শিক্ষক কালিপদ সরকার, সম্পাদক প্রবীর চন্দ্র বিশ্বাস, সহ সম্পাদক দীপক কুমার নন্দী প্রমুখ, জানালেন এবারও গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট ও পাশ্ববর্তী প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। আয়োজিত গ্রন্থমেলায় থাকছে ৩০টি বই এর স্টল।

আটদিন ব্যাপী আয়োজিত মেলার বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। থাকছে আলোচনা সভা। অন্যতম সংগঠক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় জানান, আগামী ২৮ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত হবে কবি সম্মেলন, ৩১ ডিসেম্বর মেলার শেষ দিনে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

মহকুমায় সিপিএম এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা

সংবাদদাতা ঃ কৃষি বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও, কলকারখানা বাঁচাও, পরিযায়ী শ্রমিক বাঁচাও, জল-জঙ্গল ও জমি বাঁচাও, ভোটাধিকার বাঁচাও ইত্যাদি দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে পদযাত্রার আয়োজন করে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব।

উত্তর বঙ্গের কোচবিহার জেলা থেকে দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহঃ সেলিম ও ডি ওয়াই এফ আই এর রাজ্য সভানেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গত ২৯ নভেম্বর থেকে জেলা পরিক্রমা শুরু করে। গত ১৬ ডিসেম্বর সকালে ১০টি জেলা পরিক্রমা করে বাইকগুলি গাইঘাটা ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি হয়ে মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়ায় আসে। চাঁদপাড়া বাস স্ট্যাণ্ডে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সি পি আই এমন নেতা রমেন্দ্রনাথ আঢ্য, কপিল ঘোষ, প্রশান্ত দাস, ময়ূখ মণ্ডল ও এরিয়া কমিটির সম্পাদক স্বপন ঘোষ প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ চাঁদপাড়ায় এলে তাঁদের পুষ্পস্তবকে স্বাগত জানান স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। জমায়েতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন যুবনেত্রী মিনাক্ষী। এরপর চাঁদপাড়ার সিপিএম নেতা কর্মীগণ বনগাঁ অভিমুখে র‍্যালিতে যোগ দেন। পুত্র অনুপের মোটর বাইকে দলের লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বনগাঁ অভিমুখে যাত্রা করেন বর্ষিয়ান সি আই টি ইউ নেতা কৃষ্ণ চৌধুরী। মহঃ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী, মিনাক্ষী মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঝাউডাঙ্গা সুটিয়া হয়ে বসিরহাট স্বরূপনগর অভিমুখে যাত্রা করে। চাঁদপাড়ার সভায় দলের মহিলা কর্মী সায়নি সেনগুপ্তের কণ্ঠে কবি শুভ দাসগুপ্তের মা কবিতা ও তরুনিমা অধিকারীর কণ্ঠে চাষার লড়াই কবিতা আবৃত্তি সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

দীর্ঘ ১৯ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালি কমসূচীর উদ্বোধন সভাপতি বিশ্বজিতের

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণকর কাজ্যের বিষয়গুলি রাজ্যের সাধারণ মানুষজনের সামনে তুলে ধরতে শুরু হচ্ছে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচী।

গত ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাণকেন্দ্র চাঁদপাড়া বাজার সংলগ্ন দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত কর্মসূচীতে দলের দায়িত্ব প্রাপ্ত সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস ও তপন হাজরার আহ্বানে বিধানসভা এলেকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলীয় নেতা ও কর্মীগণ উপস্থিত হন। উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য ও দলনেতা অভিজিৎ বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি অজয় দত্ত, দলনেতা উত্তম সরকার, সমীর বিশ্বাস, বাসুদেব ঘোষ, কালিপদ বিশ্বাস, শীতল দেবনাথ, উত্তম লোধ, বাপী হাজরা, বাপী দাস, যুব নেতৃত্ব সব্যসাচী ভট্ট, নিরুপম রায়, ছিলেন চাঁদপাড়ার প্রধান ও দলনেতা দীপক দাস, ঝাউডাঙ্গার প্রধান আন্না বিশ্বাস অধিকারী, ডুমা জিপি'র প্রধান ছন্দা সরকার প্রমুখ। এদিনের কর্মসূচীতে আইপ্যাকের জনৈক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচীতে উপস্থিত দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উন্নয়নের পাঁচালির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে এই প্রকল্পকে সার্থক করে তোলার জন্য প্রতিটি গ্রাম ও প্রতিটি বুথের নেতা কর্মীগণকে সচেষ্ট হবার আহ্বান জানান। বক্তব্য শেষে সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস দলীয় পতাকা নেড়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা সুসজ্জিত অটোগুলিকে নিয়ে চাঁদপাড়া বাজার অভিমুখে যাত্রা করেন। ব্লক সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস জানান, আগামী ১ মাস ব্যাপী এই অটোগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার করে বেড়াবে।

ঠাকুরনগর গ্রন্থ মেলায়ে আইনি সচেতনতা

প্রথমপাতার পর...

ব্যাপারে বিনাব্যয়ে আইনী সহযোগিতা পাবার বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং মহকুমা আইনি পরিষেবা কমিটির স্টলটি পরিদর্শন করেন। সহায়তা কমিটির সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানান। সভা শেষে মেলায় মহকুমা আইনি ভারত সরকারের সংস্কৃতিক মন্ত্রকের ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের স্টল এবং স্টলে থাকা প্রাচীন মূর্তিগুলি মেলায় আসা মানুষজনের নজর কাড়ে।

অন্যদিকে মেলায় ভারতীয় ডাক বিভাগের ঠাকুরনগর পোষ্ট অফিসের ভার প্রাপ্ত পোষ্ট মাস্টার কর্মদ্যোগী ত্রিদীব মণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় করা স্টলে ০-৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নতুন আধার কার্ড করার লম্বা লাইন চোখে পড়ে। শিবিরে উপস্থিত পোষ্টাল এজেন্ট অরূপ কাঁহালী জানান, শুধু শিশুদের নতুন কার্ড নয়, বড়দের মোবাইলের সাথে আধার লিংকের কাজ করা হয়। ডাক বিভাগের এই মহতী উদ্যোগকে এলেকাবাসী স্বাগত জানান।

তেল মাখানোর নিদান দিলেন সেলিম

প্রথমপাতার পর...

নেত্রীরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোন মঞ্চ পায় না। ঠাকুরবাড়িকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এতে কোন লাভ হবে না।

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, সিপিএম জীবাশ্ম পরিণত হয়েছে। ডাইনোসরের মত ওরা কখনো আর ফিরে আসবেনা। ওদের জানা উচিত, মতুবাদের উন্নয়ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার দলের বাংলা বাঁচাও কর্মসূচিতে যোগ দিতে তিনি বনগাঁ শহরে এসেছিলেন। সেখানে সভাও করেন। সেখানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন ডংকায় যে ডান্ডা আছে, সেটা কুঞ্চি হলে হবে না, মোটা ও মজবুত করতে হবে। তাতে তেল মাখালেই বাংলা বাঁচবে। পুলিশেরও এদিন সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, পুলিশ তৃণমূল এক হয়ে গিয়েছে। পুলিশের মধ্যে চোর ঢুকে পড়েছে। চোর পুলিশ খেলতে খেলতে রাজ্যটা শেষ হয়ে গেল।

এ বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, সামনে ভোট আসছে, কোন আসন পাবে না ওরা জানে, তাই এখন থেকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভুলভাল বকতে শুরু করেছে।

আতঙ্কে মতুয়ারা

প্রথমপাতার পর...

প্রতিক্রিয়া না মিললেও গাইঘাটার বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছেন, যা বাদ গিয়েছে তার বেশিরভাগটাই মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটার। কোন মতুয়া উদ্বাস্তু বাদ গিয়েছে কিনা তা আমরা খোঁজ খবর করে দেখছি।

এ বিষয়ে বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, ভোটার তালিকায় যাদের নাম বাদ গিয়েছে তারা অস্তিত্বহীন মৃত ভোটার এবং অনুপ্রবেশকারী। মতুয়াদের নাম বাদ গিয়েছে কিনা সেটা না দেখে কোন মন্তব্য করতে পারবো না। এ বিষয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর বলেন আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে চক্রান্ত করে এস আই আর করে মতুয়া উদ্বাস্তুদের নাম বাদ দেবে। আমাদের সেই আশঙ্কাই সত্যি হতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলন আমরা দিল্লিতে নিয়ে যাব।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী মঙ্গলবার মতুয়া ঠাকুরবাড়ি এসেছিলেন। তিনি বলেন, মতুয়াদের নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়, তার উত্তর তাদেরকেই দিতে হবে, যারা মতুয়াদের ভোটে জিতে সাংসদ হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। প্রয়োজনে আমরা আদালতে যাব।

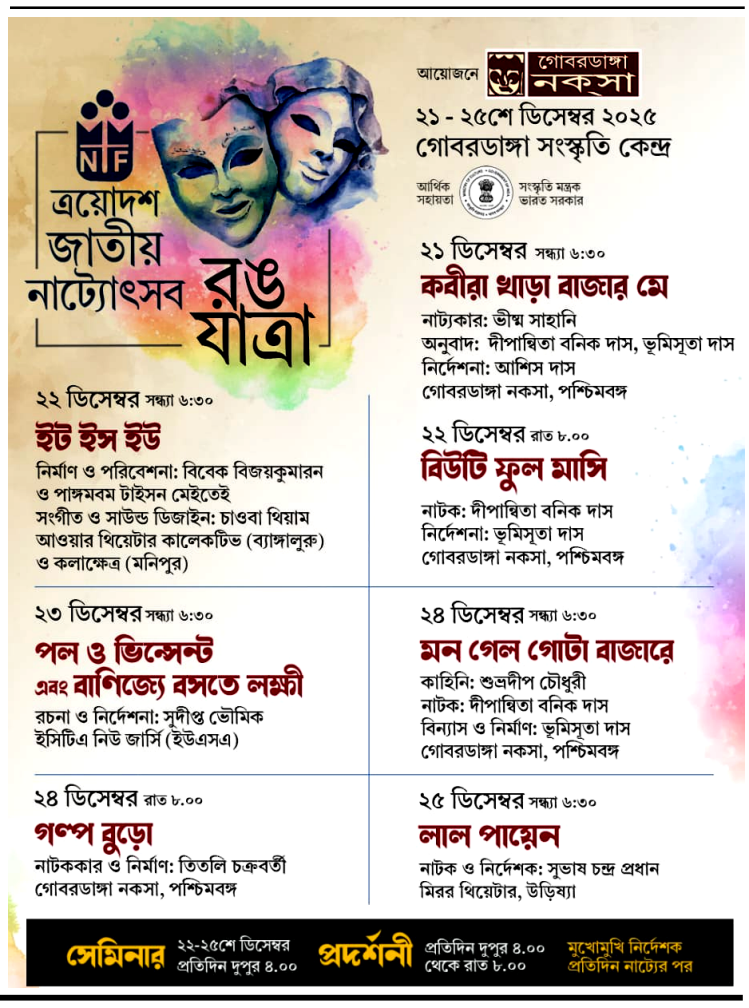

চ্যালা কাঠ দিয়ে পিটিয়ে ছাল তুলে নেওয়ার নিদান বিজেপি বিধায়কের

সংবাদদাতা ঃ দিন কয়েক আগে বিজেপির সভা থেকে পুলিশ পেটানোর নিদানের পর মঙ্গলবার বিক্ষোভ ডেপুটেশনে দাঁড়িয়ে গাইঘাটার জয়েন্ট বিডিওকে চ্যালা কাঠ দিয়ে পেটানোর হুঁশিয়ারি দিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছেন, বিজেপির গাইঘাটার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শম্পা মন্ডল ঘোষকে বিডিও অফিসের মধ্যে অসম্মানিত করা হয়েছে। অসম্মানিত করেছেন জয়েন্ট বিডিও এমনই অভিযোগ এনে বুধবার গাইঘাটা বিডিও অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল। ব্লক অফিসের গেটের সামনে প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয়েছিল। পাশাপাশি পুলিশ মোতায়েন ছিল এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে। এদিন দুপুরে বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজিত কর্মীরা বিডিও অফিসের গেটে লাথি মেরে অফিসে ঢোকার চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের বাধা দেয়। মুহূর্তেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বিডিও অফিস চত্বরে। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বপন মজুমদার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি কোন সরকারী কর্মী তৃণমূলের দালালি করেন তাহলে তার ছাল তুলে নেবেন, চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে দেবেন, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। পরে স্বপন বলেন, আমাদের মহিলা সদস্যকে অসম্মানিত করেছে জয়েন্ট বিডিও। বিডিওকে জানিয়েছি, তিনি বলেছেন, ক্ষমা চাইবেন জয়েন্ট বিডিও। তৃণমূলের দালালি করলে তারই চ্যালাকাঠ হবে। জনগণ ক্ষেপে গিয়েছে। এ বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, একজন জেলখাটা কয়েদি সমাজবিরোধী বিধায়ক হয়েছে। এটা বনগাঁর মানুষের কাছে লজ্জার। আগামী ভোটে মানুষ ওর জামানত বাজেয়াপ্ত করবে। বিজেপি একটা পলিসি নিয়েছে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার।

স্ত্রীকে দেশে ফেরাতে প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে অসহায় স্বামী

সংবাদদাতা ঃ বাংলাদেশে বন্দী স্ত্রীকে ভারতে ফেরাতেই প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন এই স্বামী। ভারতীয় বৈধ পরিচয় পত্র নিয়ে বাংলাদেশে গেলেও, প্রতিবেশী দেশে গিয়েই পড়েন চরম সমস্যায় আর তারপরই হতে হয় জেলবন্দী। স্ত্রীকে এখন এ দেশে নিয়ে আসার জন্যই লড়াই চালাচ্ছেন এক অসহায় স্বামী। সরকারি হস্তক্ষেপের দাবী জানাচ্ছেন এই যুবক। জানা গিয়েছে, বনগাঁ থানার বোয়ালদহ এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ চৌধুরী। তাঁর স্ত্রী ফাল্গুনী রায়কে বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দফতরে আবেদন জানালেও এখনো পর্যন্ত কোনও সরকারি উদ্যোগ দেখা যায়নি।

তাঁর দাবি, ফালগুনী একজন ভারতীয় নাগরিক এবং বৈধ নথিপত্র নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েই বিপদে পড়ে তাঁকে জেলে যেতে হয়। তবুও ভারত সরকার তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রসেনজিতের অভিযোগ অনুযায়ী, ফাল্গুনী রায়ের প্রথম বিবাহ হয়েছিল বনগাঁ থানার ট্যাংরা কলোনির এক ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি ভারতীয় পরিচয় ব্যবহার করলেও আসলে ছিলেন বাংলাদেশি। বিবাহিত জীবনে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। পরে ফাগুনী জানতে পারেন, তাঁর স্বামী বাংলাদেশি নাগরিক। সেই থেকেই দাম্পত্য জীবনে বিবাদের সূচনা। কিছুদিন পরে প্রথমপক্ষের স্বামী চোরাপথে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়, ছেলে নিয়ে ফাল্গুনী একাই থাকতে শুরু করেন। পরে ফের ভারতে ফিরে এসে কিছুদিন সংসার করলেও পুনরায় বিবাদের জেরে ওই ব্যক্তি আবার ছেলেকে নিয়ে চোরাপথে বাংলাদেশে চলে যায়। এরপরই ফাল্গুনীর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রসেনজিতের। দুজনেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২৩ সালে ছেলের সম্পর্কে খোঁজ নিতে ভারতীয় পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে পেট্রাপোল সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যান ফাল্গুনী। অভিযোগ, সেখানে তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী তার পাসপোর্ট ও অন্যান্য ভারতীয় পরিচয়পত্র কেড়ে নেয় এবং প্রাণে মারার হুমকি দেয়। বিপদের মুখে তিনি প্রসেনজিতকে খবর দেন এবং প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশ বিডিআর-এর কাছে ছুটে যান। কিন্তু বৈধ পরিচয়পত্র না থাকায় তাঁকে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার কথা জানতে পেরে প্রসেনজিৎও বৈধ ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়ে ঝিনাইদহে পৌঁছে বাংলাদেশের থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরে জানতে পারেন, ফালগুনী জেলবন্দি। আদালতে তিনি ফাল্গুনীর বৈধ প্রবেশের নথিপত্র দেখালে আদালত সাজা মুকুব করে দেন। এরপর প্রসেনজিৎ ভারতে ফিরে বিদেশ মন্ত্রক, জেলা শাসক ও এসপি অফিসে একাধিকবার আবেদন করেন ফাল্গুনীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু তাঁর দাবি, আজ পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি তার স্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য।

বনগাঁয় গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে সাহিত্য সভা, কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ কবি বিনয় মজুমদারের ৯৩ তম জন্মবর্ষে বাল্মীকি সাহিত্য পত্রের কর্ণধার লাল মোহন বিশ্বাস, কাব্য ও সাহিত্য প্রেমী গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস ও স্মরজিৎ অধিকারীর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গত ১৪ ডিসেম্বর বনগাঁর চাঁপাবেড়িয়া জগৎমাতা কালীমন্দির প্রাঙ্গনে এক সাহিত্যবাসর ও কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালন করে আয়োজিত সাহিত্য বাসরের উদ্বোধন করেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক নিরঞ্জন কুমার রায়। কবি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি বিভাষ রায়চৌধুরী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে স্কুল ছাত্রী অর্চিতা বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত

ছিলেন, বর্ষিয়ান কবি কমল দে সিকদার, ড. সুপ্রিয়া দত্ত, অধ্যাপক তন্ময় বিশ্বাস, শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, শংকর কুমার ধর, শিক্ষক মদন মোহন মণ্ডল, কবি আব্দুল সাত্তার মণ্ডল, কবি শুভঙ্কর সাহা, প্রখ্যাত গায়ক ও অভিনেতা মানস ভৌমিক, ডাঃ রজত কর্মকার ছিলেন মুদ্রণ জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব চন্ডীদাস বিশ্বাস প্রমুখ। এদিনের সাহিত্য বাসরে গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত 'অশ্বমেধের ঘোড়া' ও স্মরজিৎ অধিকারী সম্পাদিত 'গগনে গরজে মেঘ' গ্রন্থ দুটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এদিনে অনুষ্ঠানে অতীত দিনের পত্রিকা সম্পাদিকা প্রতিমা পোদ্দার স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয় বিশিষ্ট কবি ও চিকিৎসক আশিস কান্তি হীরা ও বর্ষিয়ান আইনজীবী ও বিশিষ্ট লেখক স্বপন মুখর্জীকে। কবি শংকর মল্লিককে এদিন বাল্মীকি সম্মানে ভূষিত করা হয়। বাল্মীকি প্রদত্ত ফিরে এসো চাকা সম্মান— ২০২৫ প্রদান করা হয় স্বনামধন্য কবি পিনাকী বসুকে। বিনয় মজুমদার স্মারক বক্তৃতায় অংশ গ্রহন করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুস্তাক আহমেদ, 'দিব্যভূমি আমার স্বদেশ' বিষয়ে আলেকপাত করেন বিশিষ্ট কবি ও চিকিৎসক আশিস কান্তি হীরা। প্রখ্যাত কবি ও রাজ্য শিক্ষা বিভাগের অবসর প্রাপ্ত উপ অধিকর্তা ড. দিব্যগোপাল ঘটক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। আমাদের জাতি সত্বাকে ধরে রাখতে এবং বাংলা ভাষার অস্মিতা ও মর্যদা রক্ষায় দেশের সর্বত্র এধরনের কাব্য ও সাহিত্য চর্চা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আহ্বান জানান দিব্য গোপাল বাবু সহ অন্যান্য কবি সাহিত্যিকগণ। সাহিত্য বাসরে গান গেয়ে শোনান, প্রখ্যাত লোকগায়ক সত্যরঞ্জন মণ্ডল, বৈশাখী সাহা, প্রবীণ হালদার। বর্ষিয়ান আবৃত্তিকার শেফালী দত্তের কণ্ঠে রবীন্দ্র কবিতা ও শিশু শিল্পী আবৃত্তি বিশ্বাসের নৃত্য শৈলী এদিনের সাহিত্য বাসরকে আকর্ষনীয় করে তোলে। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। স্বন্যমধন্য কবি লাল মোহন বিশ্বাস, সাহিত্য প্রেমী গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, স্মরজিৎ অধিকারী, বীথিকা বিশ্বিাস, অধ্যাপিকা বসুধা বিশ্বাসের আন্তরিক প্রয়াসে এবং বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষাব্রতী স্বপন কুমার বালার সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের গ্রন্থ প্রকাশ ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন

মানকঃ পথপ্রদর্শকঃ

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ
হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়।
সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট
৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফেন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন।

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।

DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন
আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**